বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই)-এর দশ বছরের (২০০৯-২০১৮) সাফল্য ও অর্জনসমূহঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশমের উপর গবেষণা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে ১৯৬২ সালে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে। ২০০৩ সালে ২৫নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতামুক্ত করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও সিল্ক ফাউন্ডেশন তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ রিসার্চ কাউন্সিল আইন ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agricultural Research System (NARS) এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

ভিশনঃ

- রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গতিশীল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণ।

মিশনঃ

- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে রেশম শিল্পকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- রেশম শিল্প উন্নয়নের জন্য টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও সম্প্রসারণ সহায়তা করে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বেকার জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

জনবলঃ

রাজস্ব সেটআপঃ

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	বর্তমান কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
৩য়-৯ম	৩৮	১১	২৭
১০ম-১১তম	২৪	০৬	১৮
১২তম-১৮তম	৪৮	২৭	২১
১৯তম-২০ তম	১৭	১১	০৬
মোট =	**১২৭**	**৫৫**	**৭২**

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন;
- মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুন বিশ্লেষণ ও তুঁতপাতার পুষ্টিমান নির্ণয়;
- তুঁতপাতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত তুঁতচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশম গুটির মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- তুঁতগাছ ও রেশমকীটের রোগ বালাই ও কীট শত্রু দমন;
- রেশম উপজাতের বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশম সূতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।

বিগত ১০ (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত) বছরের সাফল্য ও অর্জনঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান	বর্তমান সরকারের সময়ে দশ বছরের সাফল্য (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত)	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪	৫
১।	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাত সংরক্ষণ	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে সংরক্ষিত তুঁতের জাত ৬০টি।	৪টি তুঁতের জাত সংগৃহিত ও ১৫টি তুঁতজাত উদ্ভাবনের ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৬০টি হতে ৮১টিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
২।	বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন	বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ছিল ৩৭-৪০ মেট্রিক টন।	উচ্চফলনশীল ১৫টি তুঁতজাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ মেঃ টন এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
৩।	তুঁতের সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি	ছিল না।	তুঁতের সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের পাশাপাশি তুঁতচাষীর বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	
৪।	তুঁতজমিতে মাটির নিচে সেচ অবকাঠামো স্থাপন	ছিল না।	তুঁতজমিতে সেচ অবকাঠামো স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে পুষ্টিমান সম্পন্ন অধিক পরিমান তুঁতপাতার উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে।	
৫।	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুত ও রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ছিল ৮৫টি।	বর্তমান সরকারের সময়ে আরও ২৬টি রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ৮৫টি হতে ১১১টিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
৬।	প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন	প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ছিল ৫০-৭০ কেজি।	২৬টি উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে ৫০-৭০ কেজির স্থলে ৭০-৭৫ কেজি রেশমগুটি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।	
৭।	কাচা রেশম সুতার রেনডিটার উন্নয়ন	১৮-২০ কেজি রেশম গুটি থেকে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা আহরণ করা সম্ভব হত।	উন্নত তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং উন্নত রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে ১৮-২০ কেজির স্থলে ১০-১২ কেজি রেশমগুটি থেকে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে।	
৮।	রিলিং মেশিন ও পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি উন্নয়ন	কটেজ রিলিং মেশিনের সাহায্যে কাঁচা রেশম উৎপাদন করা হত।	স্বল্প সময় ও অল্প ব্যয়ে অধিক মানসম্পন্ন কাঁচা রেশম উৎপাদনের লক্ষ্যে মাল্টিএন্ড রিলিং মেশিন ও পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে মানসম্পন্ন কাঁচা রেশম উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান	বর্তমান সরকারের সময়ে দশ বছরের সাফল্য (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত)	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪	৫
৯।	রেশম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি	প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২৯২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।	রেশম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে এ সময়ের মধ্যে ৩২৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
	(খ) অন্যান্য অর্জনসমূহঃ			
১।	ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল	ছিল না।	প্রতিষ্ঠানের www.bsrti.gov.bd ওয়েবসাইটকে ওয়েব পোর্টালে রূপান্তরিত ও জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়েব পোর্টালে ইনস্টিটিউটের কর্মকান্ড, অগ্রগতি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাগণের পরিচিতি, বিভিন্ন নোটিশ, প্রতিবেদন ও রেশম চাষ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সহজলভ্য করা হয়েছে।	
২।	মোবাইল এ্যাপলিকেশন প্রস্তুত	ছিল না।	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় সেরিকালচার ইনফরমেশন নামক মোবাইল এ্যাপলিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা গুগল প্লেস্টোরে আপলোড করা হয়েছে, যার ফলে জনগণ রেশমচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারছেন।	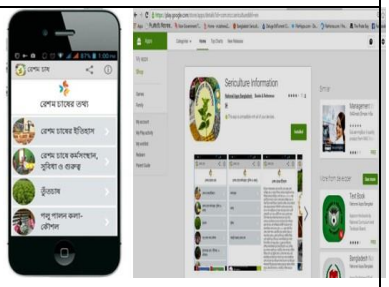
৩।	ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু	ছিল না।	প্রতিষ্ঠানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের সেবা একই ডেস্ক থেকে কোনরুপ ভোগান্তি ছাড়াই খুব সহজে পাচ্ছেন।	
৪।	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সেবা	ছিল না।	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য **"রেশম ই-সেবা"** নামক একটি ইনোভেশন ধারণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের রেশমচাষী, মাঠকর্মীদের মোবাইল নম্বরসহ অনান্য তথ্য সম্বলিত ১৫৮০ জনের একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। রেশমচাষীদের বিভিন্ন সময়ে তুঁতচাষ ও পলুপালনে করণীয় বিষয়ক বার্তা মোবাইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান	বর্তমান সরকারের সময়ে দশ বছরের সাফল্য (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত)	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪	৫
৫।	Agriculture Research Management Information System (ARMIS)	ছিল না।	ইনস্টিটিউটের সকল সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Agriculture Research Management Information System (ARMIS), online database software (www.armis.barcapps.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।	
৬।	ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন	পূর্বে ইলেকট্রিক টেন্ডারিং পদ্ধতি ছিল না।	সরকারী ক্রয় কার্য ও টেন্ডারের সকল কার্যক্রম ইলেকট্রিক টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রম e-GP এর আওতায় আনা হয়েছে।	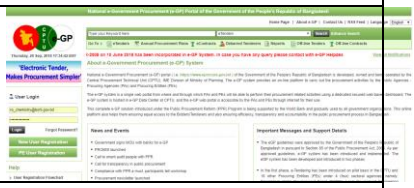
৭।	e-Filing বাস্তবায়ন	ছিল না।	ইনস্টিটিউটের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত নথি ব্যবস্থাপনায় e-Filing পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	
৮।	CC TV Camera এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ	পূর্বে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাসহ কর্মকর্তা /কর্মচারীদের অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় ছিল না।	প্রতিষ্ঠানের মূল ফটক, গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং পুরো প্রশাসনিক ভবন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য CC TV Camera'র আওতায় আনা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থানসহ অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে।	
৯।	৩য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার	ছিল না।	ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে ও দেয়ালে ৩য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রদর্শিত হচ্ছে এবং নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	
১০।	ঘাটসহ পুকুর প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ	ছিল না।	২টি পুকুর প্রটেকশন ওয়াল ঘাটসহ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, বিএসআরটিআই-এর প্রশিক্ষণ সেডের আরসিসি পিলারসহ ছাদ মেরামত পূনর্বাসন করা হয়েছে, বিএসআরটিআই- এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পলুপালন ঘর সম্প্রসারণ, মেরামত এবং পূনর্বাসনসহ বিএসআরটিআই- এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২টি শ্রেণীক্ষের আধুনিকায়ন কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।	
১১।	প্রোটিন এনালাইজার মেশিন	ছিল না।	চলমান প্রকল্পের আওতায় তুতপাতার গুনগত মান নির্ণয়ের জন্য প্রোটিন এনালাইজার মেশিন (ফুল সেট) ক্রয় করা হয়েছে। ফলে তুতপাতার রাসায়নিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে পুস্টিমান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান	বর্তমান সরকারের সময়ে দশ বছরের সাফল্য (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত)	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪	৫
১২।	Project Management Information System (PMIS)	ছিল না।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Project Management Information System (PMIS) online software এ অত্র প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রকল্পের সকল তথ্য Upload করা হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।	

চলমান কার্যাদিঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রকল্প "রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়ঃ

- উচ্চফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণাসহ মোট ২৩টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম ব্যাংক ৯৭টি তুঁতজাত ও ১১১টি রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- এছাড়াও রেশমচাষ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।
- উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় রেশম সেক্টরের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১১৮০ জন জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে ।

২০২১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বিএসআরটিআই-এর ৫টি শাখায় এবং আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র ও জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টারে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

- রূপকল্প ২০২১ এর মধ্যে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৩ থেকে ৮৩টিতে উন্নীত করা;
- রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০১ থেকে ১১৪ টিতে উন্নীত করা;
- এ সময়ে আরও ১০টি নতুন তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- এ সময়ে আরও নতুন ১৫টি রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম সেক্টরে দক্ষ জনবল ৫৯৪১ জন হতে ৬৫৯৭ জনে উন্নীত করা।

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ জামাল উদ্দীন শাহ্
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
বারেগপ্রই, রাজশাহী